মাসিক

# সমন্বিত কৃষি বার্তা

COAST Foundation

৫১ তম সংখ্যা | এপ্রিল- ২০২২

৯ম বর্ষ | চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৮

উপকূলীয় সমন্বিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি (সাইটেপ) ২০০৩ সাল থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে উপকারভোগীদের Poultry & Live-stock খাতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্র ঋন গ্রহীতারা সাধারনত কৃষি কাজ ও গবাদি পশু-পাখি পালনের সাথে সম্পৃক্ত। উপকারভোগীরা ঋনের বড় একটি অংশ (৭০%) বিনিয়োগ করেন কৃষি ও গবাদি পশু-পাখি পালন খাতে। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গবাদি পশু-পাখি রক্ষা এবং জাত উন্নয়নের জন্য কোস্ট ফাউন্ডেশন মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের গবাদি পশু-পাখি বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান, উপকরন সহায়তা, টিকা কার্যক্রম, কৃমিনাশক সেবন ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে।

## ছাগল থেকে গাভী।।

জান্নাতুল ফেরদাউস গত পাঁচ বছর যাবৎ ছাগল পালন করছেন, ছাগল বিক্রির টাকা দিয়ে কিনেছেন একটি গাভী। স্বামী আব্দুল করিম পেশায় সিএনজি চালক। বসত ভিটে ব্যতীত চাষের কোন জমি নেই। দুই সন্তান নিয়ে সংসারের খরচ সামলাতে বাড়তি আয়ের চিন্তা করে।

> জান্নাতুল পাঁচ বছরে ১টি ছাগল থেকে পান ৩৩ টি ছাগল। ছাগল বিক্রির টাকা দিয়ে কিনেছেন ১টি গাভী।

২০১৭ সালে কোস্ট গুনাগরি শাখা হতে ২০ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা নিয়ে নগদ টাকায় জমি রেখে সব্জি চাষ শুরু করেন। সংস্থার টেকনিক্যাল কর্মীর পরামর্শে তখন ঋণ সহায়তার ৩ হাজার টাকা দিয়ে একটি ছাগল ক্রয় করেন। সুষম খাবার প্রদান, টিকা ও কৃমিনাশক সহ পরিচর্যায় বেড়ে উঠে ছাগলটি। কোস্টের টেকনিক্যাল কর্মী টিকা ও কৃমি ননাশক প্রদান সহ কারিগরি সেবা প্রদান করেন। বছর না ফিতেই ২ বারে ৫টি ফুটফুটে বাচ্চা দেয় ছাগলটি।

*চট্টগ্রামের গুণাগরির জান্নাতুল ফেরদাউসের ছাগল ও গরুর খামার। ছবি: কংকেশ্বর*

একটি ছাগল হতে গত পাঁচ বছরে মোট ছাগল পেয়েছেন ৩৩টি। ছাগলের যত্ন ও সব্জি বাগানের পরিচর্যা জান্নাতুল নিজেই করেন। ছাগল বিক্রির জমানো টাকা দিয়ে গত জানুয়ারী'২২ মাসে ৫৬ হাজার টাকায় একটি গাভী ক্রয় করেছেন। বর্তমানে তার ৩টি ছাগল ও ১টি গাভী রয়েছে। জান্নাতুল বলেন প্রাথমিকে পড়ুয়া সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ এখন তিনি নিজেই বহন করেন। ভবিষ্যতে একটি গাভীর খামারের পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।

## লক্ষীপুরে ঈদ সামনে রেখে চলছে গরুমোটাতাজাকরন:

কিছু দিন পরেই আসছে মুসলমানদের দ্বীতিয় বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব ঈদ উল আযহা তথা কোরবানীর ঈদ। আমাদের দেশে কোরবানীতে সাধারণত গরুকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। ২০২০ সালের একটি জরিপে দেখা যায় দেশে কোরবানীর জন্য প্রয়োজন ১ কোটি ১০ লাখ গবাদি পশুর তার বিপরীতে দেশে খামারগুলোতে রয়েছে ১ কোটি ১৯ লাখ গরু-ছাগল-মহিষ-ভেড়া। (সুত্র: প্রথম আলো-৩ জুলাই ২০২০) অর্থ্যাৎ চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত গরু দেশে রয়েছে। লক্ষীপুরেও এই বছর ব্যাপক প্রস্তুতি লক্ষ্য করা গেছে। জেলার সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জের দত্ত পাড়ার জোতিরানী দাসের বাড়িতে গিয়ে জানা যায় গত ফেব্রুয়ারী'২২ মাসে কোস্ট চন্দ্রগঞ্জ শাখা হতে ২ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে গরু তিনটি ক্রয় করেন। সংস্থার টেকনিক্যাল কর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী টিকা, কৃমিনাশক ও সুষম খাবার খাওয়াচ্ছেন। জোতিরানী বলেন, প্রতি বছরই তিনি ঈদের জন্য গরু পালন করেন। এই বছর গরু বিক্রিতে ৭০ হাজার টাকা লাভ হবে বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন।

*লক্ষীপুরের দত্ত পাড়ার জোতিরানীর গরুর খামার। ছবি: কামাল*

কোস্ট নোয়াখালী অঞ্চলের আঞ্চলিক কর্মসুচি সমন্বয়কারী নুরে আলম জানান, এই অঞ্চলে ২০টি শাখা অফিসে গরু মোটাতাজাকরনের জন্য ১ কোটি টাকা পুঁজি সহায়তার পরিকল্পনা রয়েছে। কোস্ট ফাউন্ডেশনের পরিচালক তারিক সাইদ হারুন জানান, ২০০৭ সাল থেকে আমরা প্রান্তিক খামারীদের গরুমোটাতাজাকরনে বিশেষ কর্মসুচি গ্রহণ করে থাকি। এ বছরও গরু মোটাতাজাকরনের জন্য খামারীদের মাঝে ৮ কোটি টাকা পুঁজি সহায়তার পরিকল্পনা রয়েছে।

**সম্পাদকীয়**

সমন্বিত কৃষি বার্তা প্রকাশে যারা লেখা পাঠিয়ে এবং অন্যান্যভাবে সহযোগীতা করেছেন কর্মসূচির পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। যোগাযোগ: +৮৮০১৭১৩-৩৬৭৪১৬ ইমেইল: mizan@coastbd.net